



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিসি

বিরণ 2016

জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিসি কী?

ইহা কী ধরনের রোগ?

জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিসি বিরল রোগ যটো মাংসপেশী এবং চামড়াকে আক্রান্ত করে। ১৬ বছর বয়সের আগে শুরু হলে এটিকে জুভনোইল বলা হয়।

ধারণা করা হয় জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিসি অটোইমিউন রোগের পর্যায়ে পড়ে। সাধারণত রোগ পরতিরোধ ক্ষমতা সংক্রমন পরতিরোধে আমাদের সাহায্য করে। অটোইমিউন রোগের ক্ষেত্রে রোগ পরতিরোধ ক্ষমতা বিভিন্নভাবে করিয়াশীল হয় সাধারণ কেসের উপর। রোগ পরতিরোধ ক্ষমতার এই করিয়াশীলতা প্রদাহ সৃষ্টি করে যার ফলে কেস ফুলে যায় এবং কষতগিরস্থ হয়।

জেডেগ্রিম এর ক্ষেত্রে চামড়া এবং মাংসপেশীর কষুদ্র রক্তনালী গুলো আক্রান্ত হয়। এর ফলে মাংসপেশী দুর্বল হয়ে যায় এবং ব্যাথার সৃষ্টি হয় বিশেষ করে শরীর, কামড়, ঘাড় ও গলার মাংশ পেশীতে এটা হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ রোগীর চামড়ায় র্যাশ থাকে। এই র্যাশগুলো থাকে শরীরের বিভিন্ন অংশে, মুখমন্ডল, চোখের পাতা, আঙুলেরে গরি, হাটু এবং কনুইতে। চামড়ার র্যাশ এবং মাংসপেশীর দুর্বলতা একই সাথে নাও থাকতে পারে। র্যাশগুলো পরে বা আগে হতে পারে। বিরল কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য অঙ্গেরে কষুদ্র রক্তনালীগুলো আক্রান্ত হতে পারে।

শিশু কিশোর এবং প্রাপ্তবয়স্ক সবারই ডার্মাটোমায়োসাইটিসি হতে পারে। বয়স্ক এবং জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিসি এর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ৩০% বয়স্ক ডার্মাটোমায়োসাইটিসি ক্যান্সারের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু জেডেগ্রিমের সাথে ক্যান্সারের কোন সম্পর্ক নেই।

ইহা কমন প্রচলতি।

জেডেগ্রিম বাচ্চাদের একটি বিরল রোগ। পরতি ১০ লক্ষে প্রায় ৪ জনে বাচ্চার পরতি বছর এটা হতে পারে। ছলেদেরে চাইতে ময়েদেরে ক্ষেত্রে এটা বেশী হয়। এটা শুরু হয় ৪ থেকে ১০ বছরের মধ্যে, তবে যে কোন বয়সেরে বাচ্চার জেডেগ্রিম হতে পারে। বিশ্বেরে সব জায়গায় এবং সব জাতিগোষ্ঠীর বাচ্চাদের জেডেগ্রিম হতে পারে।

এই রোগেরে কারনগুলো কী এবং এটা কি বংশগত? আমার বাচ্চার এই রোগটা কনে হয়েছে এবং এটা কি পরতিরোধ করা যায়?

ডার্মাটোমায়োসাইটিসি এর পরতিকার জানা যায়নি। জেডেগ্রিম এর কারন খুজতে আন্তর্জাতিকভাবে অনেকে গবেষণা

হচ্ছে।

জডেগ্রিম কমে অটোইমিউন রোগ বলা হচ্ছে এবং এটা অনেক কারণে হয়। এর মধ্যে বংশগত এবং পরিবেশের প্রভাবক যমেন অতিবেগুনী রশ্মি এবং সংক্রমণ উল্লেখযোগ্য। গবেষণায় দেখা গেছে কিছু জীবানু (ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস) ইমিউন সিস্টেমকে অস্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত করে। বাচ্চার জডেগ্রিম হয়েছে এরূপ কিছু পরিবার অন্যান্য অটোইমিউন রোগে ভোগে, যমেন-ডায়াবেটিস অথবা গটেবোত। যাহোক পরিবারের দ্বিতীয় সদস্যের জডেগ্রিম হওয়ার ঝুঁকি বেশী নয়।

বর্তমানে জডেগ্রিমকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। তার চয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনার আপনার শিশুকে জডেগ্রিম হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন না।

এটিকি সংক্রামক?

জডেগ্রিম সংক্রামকও নয়, ছট্টোয়াচোও নয়।

কোনগুলো প্রধান লক্ষণ

জডেগ্রিম আক্রান্ত সবার বিভিন্ন লক্ষণ থাকে। বেশীর ভাগ শিশুর থাকে

শিশুরা প্রায়ই ক্রান্ত হয়ে যায়। তারা খুব সামান্যই ব্যায়াম করতে পারে এবং দৈনন্দিন কাজগুলো তাড়েরে জন্যে কঠনি হয়ে যায়।

শরীরের মাংসপেশীগুলো প্রায়ই আক্রান্ত হয়। এর পাশাপাশি পিটে, পিঠি এবং ঘাড়োও। প্রকৃতপক্ষে শিশুরা অধিক দূরত্বে হাঁটতে বা খেতে চায় না। ছোট শিশুরা বেশী সময় কলেই ঘুরতে চায়। যখন জডেগ্রিম খারাপ হতে থাকে সড়ি বয়ে ওঠা বা বছিনা থেকে ওঠা একটা সমস্যা হয়ে দোড়ায়। কিছু শিশুর মাংসপেশী সরু ও ছোট হয়ে যায় (বলা হয় সংকোচন)। এর ফলে আক্রান্ত হতে বা পা পুরোপুরি সোজা হয় না, কনুই ও হাঁটু বাকানো থেকে যায়। এর ফলে হাত বা পায়ে নড়াচড়া প্রভাবিত হয়।

জডেগ্রিম এ বড় এবং ছোট উভয় গড়িতই প্রদাহ হতে পারে। এই প্রদাহের কারণে গড়ি ফুলে যায়, ব্যাথা হয় এবং গড়ির নড়াচড়া কঠনি হয়ে যায়। চিকিৎসায় এই প্রদাহ ভাল হয় এবং গড়ি নষ্ট হয় না।

জডেগ্রিমের র্যাশগুলো মুখমন্ডলে দেখা যায় এবং চোখে চারপাশ ফুলে যায়। চোখে পাতাগুলো বেগুনী গোলাপী রং ধারণ করে। (হলেও ট্রপ র্যাশ) গাল দুটোও লাল হয়ে যায় (মালার র্যাশ) এবং শরীরের অন্যান্য অংশ (আঙুলের গড়ি, হাঁটু, কনুই) ও যখনো চামড়া মটোটা তাও লাল হয়ে যায় (গট্রন প্যাপুল) মাংসপেশীর ব্যাথা ও দুর্বলতার অনেকে আগই চামড়ার র্যাশ হয়। কখনো কখনো বাচ্চার নখে এবং চোখে পাতায় স্ফীত রক্তনালী ডাক্তার দেখতে পায়। কিছু জডেগ্রিম র্যাশ রোদে করিয়াশীল আবার কিছু কষত স্ফটিক করে।

জডেগ্রিমের র্যাশগুলো মুখমন্ডলে দেখা যায় এবং চোখে চারপাশ ফুলে যায়। চোখে পাতাগুলো বেগুনী গোলাপী রং ধারণ করে। (হলেও ট্রপ র্যাশ) গাল দুটোও লাল হয়ে যায় (মালার র্যাশ) এবং শরীরের অন্যান্য অংশ (আঙুলের গড়ি, হাঁটু, কনুই) ও যখনো চামড়া মটোটা তাও লাল হয়ে যায় (গট্রন প্যাপুল) মাংসপেশীর ব্যাথা ও দুর্বলতার অনেকে আগই চামড়ার র্যাশ হয়। কখনো কখনো বাচ্চার নখে এবং চোখে পাতায় স্ফীত রক্তনালী ডাক্তার দেখতে পায়। কিছু জডেগ্রিম র্যাশ রোদে করিয়াশীল আবার কিছু কষত স্ফটিক করে।

জডেগ্রিমের র্যাশগুলো মুখমন্ডলে দেখা যায় এবং চোখে চারপাশ ফুলে যায়। চোখে পাতাগুলো বেগুনী গোলাপী রং ধারণ করে। (হলেও ট্রপ র্যাশ) গাল দুটোও লাল হয়ে যায় (মালার র্যাশ) এবং শরীরের অন্যান্য অংশ (আঙুলের গড়ি, হাঁটু, কনুই) ও যখনো চামড়া মটোটা তাও লাল হয়ে যায় (গট্রন প্যাপুল) মাংসপেশীর ব্যাথা ও দুর্বলতার অনেকে আগই চামড়ার র্যাশ হয়। কখনো কখনো বাচ্চার নখে এবং চোখে পাতায় স্ফীত রক্তনালী ডাক্তার দেখতে পায়। কিছু জডেগ্রিম র্যাশ রোদে করিয়াশীল আবার কিছু কষত স্ফটিক করে।

জডেগ্রিমের র্যাশগুলো মুখমন্ডলে দেখা যায় এবং চোখে চারপাশ ফুলে যায়। চোখে পাতাগুলো বেগুনী গোলাপী রং ধারণ করে। (হলেও ট্রপ র্যাশ) গাল দুটোও লাল হয়ে যায় (মালার র্যাশ) এবং শরীরের অন্যান্য অংশ (আঙুলের গড়ি, হাঁটু, কনুই) ও যখনো চামড়া মটোটা তাও লাল হয়ে যায় (গট্রন প্যাপুল) মাংসপেশীর ব্যাথা ও দুর্বলতার অনেকে আগই চামড়ার র্যাশ হয়। কখনো কখনো বাচ্চার নখে এবং চোখে পাতায় স্ফীত রক্তনালী ডাক্তার দেখতে পায়। কিছু জডেগ্রিম র্যাশ রোদে করিয়াশীল আবার কিছু কষত স্ফটিক করে।

ক্যালাসিয়াম

চামড়ার নীচে শক্ত গটেটা যটোতে ক্যালাসিয়াম থাকে তা এই রোগে পাওয়া যায়। একে ক্যালাসিনিওসিস বলে। কখনো এটা রোগে শুবুতহে পাওয়া যায়। গটেটার উপর কষত সৃষ্টি হয় যা থেকে দুধের মত তরল ক্যালাসিয়াম বড়িয়ে আসে। এটা হলে এর চিকিৎসা করা কঠনি।

ক্যালাসিনিওসিস

কছু শশির নাড়ীতে সমস্যা হয়। এর মধ্যে আছে পটে ব্যাথা বা শক্ত পায়খানা। কখনো পটে সমস্যা মারাতক হয় যদি নাড়ীর রক্তনালী আক্রান্ত হয়।

ক্যালাসিনিওসিস

মাংসপশীর কষতেরে দুর্বলতার কারণে শ্বাসেরে সমস্যা হতে পারে। এর কারণে শশির কন্ঠ পরবির্তন এমনকি খাবার গলিতও সমস্যা হয়। কখনো কখনো ফুসফুসেরে প্রদাহ হয় যার ফলে শ্বাস কষট হয়। মারাতক কষতেরে হাঁড়েরে সঙগে সংযুক্ত সব মাংসপশী আক্রান্ত হতে পারে যার ফলে শ্বাসকষট খাবার গলিত বা কথা বলতে সমস্যা হয়। এর ফলে কন্ঠ পরবির্তন, খতে বা খাবার গলিত সমস্যা শ্বাসকষট এগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ।

সব শশির কষতেরে এই রোগটিকি একই ?

রোগটির তীব্রতা এককে শশির জন্যে এককেরকম। কছু শশির শুধু চামড়া আক্রান্ত হয় কনিতু কোন মাংসপশীর দুর্বলতা থাকে না কহিবা পরীকষা করে মাংসপশীর দুর্বলতা সামান্যই পাওয়া যায়। অন্য শশিদরে শরীরেরে বিভিন্ন অংশে যমেন চামড়া, মাংসপশী, গরি, ফুসফুস ও নাড়ী আক্রান্ত হয়।